অধ্যয়নের শুরুতে

এই বইয়ে যে সকল বিষয় আলোচিত হবে, প্রথম পাঠে সেগুলি সম্বন্ধে আপনাকে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। আপনি জেনেছেন যে, বাইবেল একটা প্রত্যাদিষ্ট বই। বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, তাই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সংগে তা অধ্যয়ন করতে হবে। ভালভাবে বাইবেল বুঝতে পারার উপরই আপনার সমগ্র খ্রীষ্টিয় জীবন ও বিশ্বাস নির্ভর করে।

এই পাঠে আপনি শেখার পদ্ধতি এবং উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার পদ্ধতি জানবেন। কোন সময় দলগত ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন পরিচালনা করবার সুযোগ পেলে আপনার এই দক্ষতা কাজে লাগবে।

ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। এই পাঠ পড়বার সময় উদ্দেশ্য দুটি আপনাকে মনে রাখতে হবে।

(১) যেন আপনার আত্মিক জ্ঞান বাড়ে ও আপনি আত্মিক দিক দিয়ে বেড়ে ওঠেন (২) যেন আত্মিক বিষয়গুলি অন্যদের কাছে বলতে পারেন।

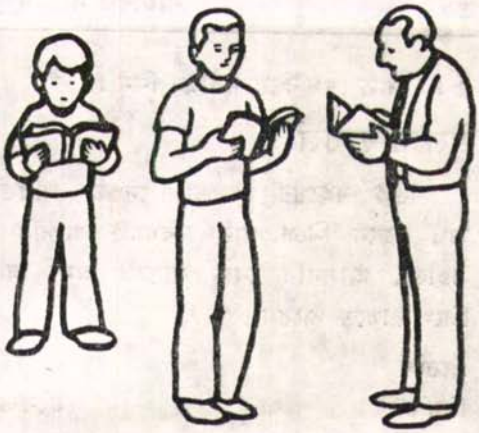

পাঠের খসড়া

নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা
নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী
অধ্যয়নের প্রয়োজন
বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলি
প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি

পাঠের লক্ষগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি-

* বাইবেল অধ্যয়নের জন্য নিজেকে ভালরূপে প্রস্তুত করতে পারবেন, আরও ভাল একটা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এর ফলে বাইবেল পড়ে আরও ভালরূপে বুঝতে পারবেন।
* শেখার প্রধান ধাপগুলির সাথে বিভিন্ন প্রকার তথ্যমূলক ও চিন্তা-মূলক প্রশ্নগুলির সম্পর্ক দেখতে পারবেন।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। ভূমিকা, পাঠের খসড়া এবং পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। মূল শব্দগুলি দেখুন। এদের কোনটি আপনার কাছে কঠিন মনে হলে পরিভাষায় সেটির অর্থ দেখুন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরন পড়ুন, এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলি আছে তার উত্তর লিখুন এবং বইয়ের উত্তরের সংগে আপনার উত্তর মিলিয়ে নিন।

৪। একটা নোট খাতা যোগাড় করুন। এই পাঠের শেষ দিকে ঐ নোট খাতার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, আপনি নিজে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় এতে লিখে রাখতে পারেন।

৫। পাঠ শেষ করে পরীক্ষা নিন।

মূল শব্দাবলী

এই বইয়ের শেষভাগে দেওয়া পরিভাষা থেকে কঠিন শব্দগুলির অর্থ জেনে নিলে পাঠ্য বিষয়টি আপনি ভালরূপে বুঝতে পারবেন। এছাড়া, আপনার নোট খাতায় অন্য আরও শব্দ ও তাদের মানে লিখে রাখতে পারেন।

প্রয়োগ
নির্নয় পর্যবেক্ষন
সার্বজনীন
মূল্যায়ন
ইংগিত বহনকারী মৌলিক

পাঠের বিস্তারিত বিবরন ঃ

নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য যে আত্মিক ও মানষিক ভাবের প্রয়োজন, সেগুলি বর্ণনা করতে পারা।

লক্ষ্য-২ ঃ সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কি কি জিনিষ প্রয়োজন, তা বলতে পারা।

বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজনটি হোল আত্মিক জ্ঞান বা আত্মিক অভিজ্ঞতার। প্রথম পাঠ পড়বার সময় ১ করিন্থীয় ২ ঃ ১৪ পদে আপনি এটা জেনেছেন। ঈশ্বরের বাক্য মৃত নয়। এটি একটি জীবন্ত বই। আমাদের ঈশ্বর আজও জীবিত। যে পবিত্র আত্মা শত শত বছর আগে বাইবেলের বার্তা দিয়েছিলেন, আজও তিনি ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে কথা বলেন। যত লোক যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহন করে, তিনি তাদের প্রত্যেককে পবিত্র আত্মা দেন।

বাইবেল অধ্যয়নের জন্য দ্বিতীয় আর একটি প্রয়োজন হোল **আত্মিক চরিত্র**। আত্মিক মানুষ ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে জীবন কাটায়। সে তার জীবন্ত প্রভুর সাথে পূর্ণ সহভাগিতায় জীবন যাপন করে। এই রকম জীবনের লক্ষণগুলি হোল, গভীর ভক্তি, পবিত্র

আত্মার রব সম্বন্ধে সজাগ থাকা, কোমলতা, নম্রতা, ধৈর্য, এবং বিশ্বাস। পাপ করলে সংগে সংগে তা স্বীকার করুন ও ক্ষমা চান, তাহলে যীশুর সাথে আপনার সহভাগিতা বজায় থাকবে। পবিত্র আত্মা আমাদের যা বলেন, আমরা যদি তা না করি, তাহলে, তিনি আর আমাদের পথ দেখাতে পারেন না, ফলে আমরা অন্ধকারের মধ্যে জীবন যাপন করি।

যীশু বলেছেন, যারা তাঁর বাক্য পালন করে তারাই তাঁর বন্ধু (যোহন ১৫ ঃ ১৪ পদ)। যে কোন ঘটনা বা বিষয় ভালভাবে অধ্যয়নের জন্য দরকার **সজাগ মন,** গভীর মনোনিবেশের ইচ্ছা। আপনার **গভীর আগ্রহ** থাকতে হবে অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের জন্য উৎসাহ, উদ্দিপনা থাকতে হবে। একটানা অধ্যয়ন মানুষকে ক্লান্ত ও বিরক্ত করে। এর জন্য দরকার অনেক সময়ের। এটা একটা কাজ বিশেষ। আপনি যদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে **মন স্থির** না করেন, তবে পবিত্র আত্মা আপনার কাছে তাঁর সত্য প্রকাশ করতে পারবেন না।

আমাদের ধারনাকে শাস্ত্রংশের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বরং শাস্ত্রাংশটি কি বলে, তা জানবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা প্রথম পাঠে আলোচনা করেছি। বাইবেল অধ্যয়নের জন্য দরকার **সততা**। এর জন্য দরকার **খোলা মন**। আপনি চাইবেন বাইবেল নিজেই নিজের কথা বলুক।

১। মার্ক ৪ ঃ ২৪-২৫ পদ পড়ুন। ২৫ পদ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুন। কি রকম লোককে (ঈশ্বরের নিকট থেকে) আরও দেওয়া হবে?

ক) যার খুব সামন্যই আছে।

খ) যার কিছু পরিমানে আছে।

গ) যার কিছু নাই।

২। পবিত্র আত্মাই ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ আমাদের কাছে খুলে দেন। এই কথা মনে রেখে মার্ক ৪ ঃ ২৪-২৫ পদের বিষয় চিন্তা করুন। যে লোকের কিছু পরিমানে আছে তার-

ক) জ্ঞান আছে।

খ) ধন সম্পত্তি আছে।

গ) পবিত্র আত্মা আছে।

৩। উপরে একজন আত্মিক লোকের যে গুণগুলি আলোচিত হয়েছে, তা থেকে কম পক্ষে পাঁচটি গুণ লিখুন।

.....

.....

৪। বাইবেল অধ্যয়নের প্রস্তুতির ব্যাপারে **সজাগ মন, গভীর মনোনিবেশ, আগ্রহ এবং সততা** এই কথাগুলিতে—

ক) আত্মিক ভাবের চাইতে মনের ভাবই বেশী।

খ) মনের ভাবের চাইতে আত্মিক ভাবই বেশী।

গ) মনের ভাবও নাই, আত্মিক ভাবও নাই।

বাইবেল অধ্যয়নের জন্য যে জিনিষগুলির দরকার সেগুলি খুবই সাধারণ। এগুলি হোল, পেন্সিল, কাগজ, আপনার বাইবেল, আপনার চোখ এবং সময়। এমন একটা সময় বেছে নেওয়া দরকার যখন অধ্যয়নে কোন রকম বাধা আসবে না। অধ্যয়নের সময় ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে পবিত্র আত্মার সংগে একাকী থাকতে পারলেই সবচেয়ে ভাল।

৫। বাইবেল অধ্যয়নে আপনার দরকার হবে—

ক) অনেক বই-পত্র ও একটি চার্ট বা নক্সা।

খ) গীর্জাঘরে থাকা।

গ) খুব সাধারণ কয়েকটি জিনিষ।

নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়নের প্রয়োজন

লক্ষ্য-৩ ঃ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়নের বিশেষত্বগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

বেশীর ভাগ খ্রীষ্টিয়ানই ঠিক ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করতে জানে না। তারা ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে যা প্রচার করতে শোনে, অথবা কোন বইয়ে যা পড়ে, তাই সাধারণতঃ বিশ্বাস করে ও বলে। বেশীর ভাগ লোকের কাছেই বাইবেল অধ্যয়ন করা মানে, অল্প একটুখানি পড়া।

তারা সাধারণতঃ তাদের পরিচিত শস্ত্রাংশগুলিই পড়ে। তারা তাদের জানা অংশগুলি ছেড়ে নতুন অংশ পড়তে ভয় পায়। অনেক খ্রীষ্টিয়ান আছে যারা তাদের সারা জীবন বাইবেলের সামান্য কিছু অংশ পড়ে কাটায়। কারণ ঐ অংশ গুলি তাদের কাছে 'সহজ' মনে হয়। পবিত্র আত্মা যে জ্ঞানের ভাণ্ডার তাদের কাছে খুলে দিতে পারতেন, তার বেশীর ভাগ থেকেই তারা বঞ্চিত থাকে। কিন্তু এমনটি হওয়া উচিত না। সাধারণ লোকেরাও নিয়মিত ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করতে পারেন।

পদ্ধতি বলতে আমরা শৃংখলার সাথে কোন কিছু করাকে লক্ষ্য করি, যা আমাদের ধাপে ধাপে একটা লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে দেয়। পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করলে ও আপনি নিজের ধারণাগুলি ব্যবহার করতে পারেন। পদ্ধতি কেবল আপনার অধ্যয়নকে একটা কাঠামো দেয় এবং সেই কাঠামো অনুযায়ী আপনি অধ্যয়ন করতে পারেন। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়ন আপনাকে এমন একটা পরিকল্পনা দেয়, যার ফলে আপনার কাজগুলি আপনাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

পবিত্র আত্মা কি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়ন ব্যবহার করতে পারেন? হ্যা, তিনি তা পারেন ও করেন। আপনি যখন সমগ্র বই বা সামগ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তখন অনেক নতুন নতুন শব্দ ও ধারনা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আপনি অধ্যয়নের এমন কয়েকটি ধাপের বিষয় ও জানতে পারবেন যে গুলি অধ্যয়নের সময় ব্যবহার করতে পারবেন। পবিত্র আত্মা যে সত্যগুলি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন, সেগুলি কৃষকের জমিতে জীবন্ত বীজের উপর রোদ ও বৃষ্টির সংগে তুলনীয়। কিন্তু কৃষকের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজগুলি (বীজবপন, আগাছা পরিস্কার, ফসল কাটা, ইত্যাদি) যেমন রোদ ও বৃষ্টিকে ফসল ফলাতে সাহায্য করে, তেমনি আমাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজগুলি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সত্য জানতে সাহায্য করবে।

৬। নীচের যে বিষয়গুলি **নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী অধ্যয়নের** বিষয় বর্ণনা করে সে গুলির বা পাশে √ চিহ্ন দিন।

ক) শৃংখলার সাথে অধ্যয়ন করা।

খ) যে অধ্যয়ন আপনার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

গ) কেবল জানা অংশগুলি অধ্যয়ন করা।

ঘ) এলোমেলো ভাবে অধ্যয়ন করা।

ঙ) অধ্যয়নের এমন একটা পদ্ধতি যা ধাপে ধাপে একটা লক্ষ্যে পৌছে দেয়।

বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলি ঃ

লক্ষ্য-৪ ঃ বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ছয়টি ধাপের নাম বলতে পারা।

লক্ষ্য-৫ ঃ প্রতিটি ধাপের সাথে জড়িত সঠিক কাজগুলি খুঁজে বের করতে পারা।

বাইবেল অধ্যয়নের কয়েকটি মৌলিক ধাপ আছে। এই ধাপ গুলি সব রকম জ্ঞানের জন্যই দরকার। অধ্যয়নের প্রতিটি পদ্ধতির জন্যই এই ধাপগুলি কাজে লাগবে। এগুলি হোল ঃ **পর্যবেক্ষনকরা, অর্থ ব্যাখ্যা করা, সংক্ষেপ করা,** (সারমর্ম প্রস্তুত করা) **মূল্যায়ন করা, প্রয়োগ করা, সম্বন্ধ নির্নয় করা।** এই ধাপ গুলি বেশ কয়েক বার পড়ুন, তারপর সেগুলি লিখুন, তাতে মনে রাখতে সুবিধা হবে।

এই অংশ আপনাকে এই মৌলিক বা প্রধান ধাপ গুলি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এর পরের অংশে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি আলোচিত হবে, যা এই ধাপগুলিকে আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবে এবং শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় এগুলি কি ভাবে কাজ করে তা দেখিয়ে দেবে। এই ছয়টি ধাপের মধ্যে প্রথম দু'টি ধাপ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বা এদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এই দু'টি ধাপ (পর্যবেক্ষণ ও অর্থ ব্যাখ্যা) যদি আপনি ভালভাবে করতে পারেন তবে, অন্য ধাপগুলি খুব সহজেই করা হয়ে যাবে। এই জন্য এই দুটি ধাপ বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

শাস্ত্র অধ্যয়নে এই ধাপগুলির প্রয়োগ বা ব্যবহার করবার সময় মনে রাখবেন যে, কোন কোন সময় দুটি ধাপ মিশে যেতে পারে। যেমন **প্রয়োগ** এবং **সম্বন্ধ নির্নয়**-এই দুটির মধ্যে অনেক মিল আছে। মাঝে মাঝে এই ধাপ দুটি মিশে গিয়ে একটি ধাপে পরিণত হয়। কিন্তু ভালোভাবে বুঝবার জন্য আমরা এগুলিকে আলাদা আলাদা-ভাবে দেখবো।

"শাস্ত্রের এই অংশটি কি বলে ?" এই সহজ সরল প্রশ্নটিই আপনার পর্যবেক্ষনের জন্য যথেষ্ট।

রূড্ইয়ার্ড কিপ্লিং নীচের কথাগুলি লিখেছিলেন ঃ

সেবার জন্য আমার ছয়জন বিশ্বস্ত লোক আছে,
আমি যা কিছু জানি সবই তারা শিখিয়েছে,
তাদের নাম হোল, কি, কোথায়, কখন, এবং
কিভাবে, কেন, এবং কে।

এখন এই ছয়টি প্রশ্ন নিয়ে আপনি শাস্ত্রের কাছে হাজির হন। আপনি যা খুঁজছেন, যে কোন তথ্য বা খবর, তা পেয়ে যাবেন। কি ? কোথায় ? কখন ? কিভাবে ? কেন ? কে ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার দরকার।

মাইলজ্ কভারডেল, একজন খ্যাতনামা বাইবেল শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৫৩৫ সালে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী বাইবেলের অনুবাদ করেন। বাইবেল অধ্যয়ন করা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-

"কি বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে কেবল তাই নয়, কিন্তু কাকে বলা হয়েছে, কি কথার দ্বারা বলা হয়েছে, কোন সময়, কোথায় এবং কি উদ্দেশ্য ও কি অবস্থার মধ্যে ঘটেছে ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করে যদি আপনি পড়েন তবে, শাস্ত্র বুঝতে আপনার খুবই সাহায্য হবে।"

এটাই হোল পর্যবেক্ষন। পর্যবেক্ষনের সময় আপনি অর্থ খোঁজেন না। অর্থ ব্যাখ্যা হোল দুই নম্বর ধাপ। প্রথমবার কোন শাস্ত্রাংশ পড়বার সময়, ঐ অংশটি কি বলে তা দেখার জন্য আপনাকে অবশ্যই পর্যবেক্ষন করতে হবে। এজন্য আপনি বাইবেলকে "তথ্য সম্পর্কিত" প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন (এই পাঠের শেষভাগে এগুলি আলোচিত হবে)। এটাই হোল বাইবেল অধ্যয়নের প্রাথমিক বিষয়। এই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে আপনি বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। কখনো কখনো এই কাজ বিরক্তিকর লাগে। সমস্ত তথ্যগুলি না জানা পর্যন্ত পর্যবেক্ষন করে যেতে হয়, এবং অর্থ বের করবার জন্য দ্বিতীয় ধাপে যাওয়া যায়না। এ জন্যই এই কাজে বিশেষ শৃংখলার প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা অর্থ জানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, ফলে পর্যবেক্ষন আমাদের কাছে কিছুটা বিরক্তিকর বলে মনে হয়।

৭। জ্ঞান অর্জনের ছয়টি প্রধান ধাপের নাম লিখুন (বইএ যে ভাবে পরপর লেখা আছে, সেই ভাবে লিখবেন)।

....

.....

৮। ডান পাশের উপযুক্ত শব্দটি নিয়ে পাশের শূন্যস্থানে বসান।

.....ক) "শাস্ত্রের এই অংশটি কি বলে" এই সহজ সরল প্রশ্নটি..... জন্য যথেষ্ট। ১। সম্বন্ধ নির্ণয়

.....খ) কি ? কোথায় ? কখন ? কিভাবে ? কেন ? কে ? এই কথাগুলি আপনাকে শাস্ত্র থেকে..... জানতে সাহায্য করবে। ২। অর্থব্যাখ্যার কাজ ৩। পর্যবেক্ষনের ৪। প্রয়োজনীয় তথ্য বা খবর ৫। প্রয়োগ

.....গ) পর্যবেক্ষনের বিরক্তিকর কাজ শেষ হবার পরেই.....করা হবে।

ভালমত পর্যবেক্ষণ করলে আপনি কতগুলি তথ্য বা খবর লাভ করেন। আপনি বিভিন্ন নাম, স্থান, অবস্থা, কারণ এবং কোন বিষয়, কেন বলা বা করা হয়েছিল তা জানতে পারেন। পর্যবেক্ষনের কাজ শেষ হলে আপনার প্রশ্ন হবে ঃ "এখন এর মানে কি ?" (নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করলে আপনি এর উত্তর পাবেন না)। সুতরাং, অর্থ ব্যাখ্যার প্রশ্ন হোল ঃ "এর মানে কি ?" লেখক যা বুঝাতে চেয়েছেন, এটি সেকথাই খুঁজে বের করতে চায়।

এর পরে 'প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি' অংশে অর্থব্যাখ্যার প্রশ্নগুলি নিয়ে সরাসরি আলোচনা করা হবে। কিন্তু "এর মানে কি ?" এটিই হোল সমস্ত অর্থ ব্যাখ্যার প্রশ্নগুলির ভিত্তি। আপনাকে বাইবেলের শব্দগুলির সাধারণ অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। আপনি যদি এমন কোন শব্দ পান, যার অর্থ বুঝতে পারেন না, তবে ঐ শব্দের অর্থ জানবার জন্য সব রকম চেষ্টা করবেন।

৯। অর্থব্যাখ্যা বলতে প্রধানত—

ক) প্রয়োজনীয় তথ্য জানা।

খ) লেখক কি বুঝিয়েছেন তা জানা।

গ) কোথায়? কখন? কিভাবে?—এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা।

সারমর্ম প্রকাশ বা "ছোট করে অল্প কথায় বলা।" বাইবেল অধ্যয়নে এর মানে হোল, প্রধান বিষয় ও তাদের বিবরণগুলি সংক্ষেপে, অল্প কথায় তুলে ধরা। কোন একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রাংশের মধ্যে যে প্রধান বিষয়গুলি আছে অল্প কথায় সেগুলি দেখিয়ে দেওয়াই সারমর্ম প্রকাশের মূল লক্ষ্য। সারমর্মে আপনি অল্প কথার মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টা দেখতে পান। এটাই অর্থ ব্যাখ্যার শেষ বা চূড়ান্ত পর্য্যায়।

অনেকভাবে সারমর্ম দেখানো যায়। এজন্য কখনো কখনো চার্ট বা নক্সা ব্যবহার করা হয়। পর্যবেক্ষণ করে আপনি যে তথ্যগুলি পেয়েছেন সেগুলিকে যে কোন সুবিধাজনক পথে সাজানো যায়। এমনভাবে সাজাতে হবে যেন প্রধান অংশগুলি এবং তাদের নীচের ছোট অংশগুলি ভালভাবে বুঝা যায়। এই সারমর্ম গুলিকে কখনো কখনো চার্ট বা নক্সারূপেও দেখানো যেতে পারে।

১০। নীচের যে উক্তিগুলি সারমর্ম সম্বন্ধে খাটে সেগুলির বা পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) সব সময় চার্টের আকারে দেখানো হবে।

খ) সব সময় প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ও তাদের নীচের ছোট ছোট বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে দেখাবে।

গ) চার্ট অথবা নক্সার আকারে দেখানো যেতে পারে।

ঘ) অল্প কথার মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টি দেখায়।

এখানে মূল্যায়ন কথাটি আপনার পছন্দ-অপছন্দর ব্যাপার হিসাবে দেওয়া হয়নি। আপনি যখন মূল্যায়ন করবেন, তখন ধরতে চেষ্টা করবেন যে, আপনি যে বিষয়টি পড়ছেন সেটি কি একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি, না কেবলমাত্র একটি স্থানীয় প্রথা, যা বাইবেলের কোন একটা বিশেষ সময়ের ও একটা বিশেষ অবস্থার জন্য দেওয়া হয়েছিল। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি যা পড়ছি তা কি একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি? এটি কি সব যুগের, সব জায়গার ও সব মানুষের বেলায় খাটে, অথবা এটা কেবল মাত্র ঐ বিশেষ সময়ের জন্য?"

মনে করুন, আপনি করিন্থীয়দের কাছে লেখা পৌলের প্রথম চিঠির স্ত্রীলোক ও তার চুলের বিষয়টি অধ্যয়ন করছেন। পৃথিবীর সব জায়গায়ই কি স্ত্রীলোকদের চুল কেটে ফেলা অন্যায়? অথবা, সব যুগের স্ত্রীলোকদের বেলায় কি একথা প্রযোজ্য? এটি কি কেবল মাত্র একটি সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাপার নয়? বাইবেলের যুগে, বাইবেলে উল্লেখ করা দেশগুলির সামাজিক রীতি-নীতিতে কি এই প্রথা প্রচলিত ছিল না? এই নিয়ম কি সব জায়গার, সকল যুগের স্ত্রীলোকদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে? মূল্যায়ন করতে গিয়ে আপনি এই ধরণের বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। হয়ত আর এক জায়গা থেকে পড়ে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে, প্রতিমা পূজা সব সময় এবং সব জায়গায়ই অন্যায়, তবে সেটি একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি। আপনি পর্যবেক্ষণ, অর্থব্যাখ্যা, এবং সারমর্মে কি তথ্য বা খবর পেয়েছেন, তার উপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্তগুলি নেবেন। এই ব্যাপারে আপনি বাইবেলের সামাজিক প্রথাগুলি সম্পর্কে বই পত্র, বাইবেল-অভিধান, ও টীকা পুস্তক ইত্যাদির সাহায্য নিতে পারেন। এগুলি যদি আপনার না থাকে বা এগুলি ব্যবহার আপনি না জানেন, তবে হতে পারে এই ধরণের কোন কোন বিষয়ে আপনি সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, তবুও, শুধু মাত্র বাইবেলের সাহায্য নিয়ে আপনি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বা মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করতে পারবেন।

অনেক সময় কোন বিষয় একটা বিশেষ স্থানের বা বিশেষ অবস্থার জন্য দেওয়া হলেও তার পেছনে একটা সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি থাকে। যেমন ১ করিন্থীয় ৮ অধ্যায়ে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়া না খাওয়ার কথা বলা হয়েছে, এই জায়গাটি অধ্যয়নের পর আপনি যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার না খাওয়া একটা বিশেষ স্থানের সামাজিক রীতিনীতি ও একটা বিশেষ অবস্থায় বিবেকের চালনার উপর নির্ভর করে। তবুও আপনি যা ইচ্ছা তাই খেতে পারেন না। যদিও প্রেরিত পৌলের নিকট প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার দোষের নয়, তবুও বিশ্বাসীদের কথা চিন্তা করেই তিনি তা খেতে

নিষেধ করেছেন। এখানে এর পেছনের যে সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতিটি বিদ্যমান সেটি হোল, "অন্যদের জন্য চিন্তা করা।" প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় এমন কোন না কোন বিষয় থাকে যেখানে তাদের জন্য চিন্তা করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে কোন একটা কিছু করা বা কোন একটা কিছু না করা, সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতির ব্যাপার না হলেও সেই বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় দোষনীয় হয়ে দাঁড়ায়, তাই অন্যদের জন্য চিন্তা করবার "চিরস্থায়ী" নীতিটি পালন করবার জন্য খ্রীষ্টিয়ানরা প্রয়োজন বোধে তাদের আচার ব্যবহার পরিবর্তন করে থাকেন।

১১। বাইবেলের যুগের পরিস্থিতি মূল্যায়নে স্থানীয় রীতিনীতিগুলি আমাদের জীবনে—

ক) সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতিগুলির মত সরাসরি খাটে না।

খ) সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতিগুলির মত সমান ভাবেই খাটে।

গ) সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতিগুলির চাইতেও বেশী করে খাটে।

মূল্যায়নের সাথে প্রয়োগের যথেষ্ট মিল আছে। কোন একটা বিশেষ শাস্ত্রাংশে একটা সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি খুঁজে পেলে পর আপনার কাজ হোল আমাদের নিজেদের সাথে ঐ নীতির সম্বন্ধ বের করা। "আমরা কিভাবে এই নীতিটি আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতাম বা ব্যবহার করতাম?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার দ্বারা আপনি এটা জানতে পারেন। এর উত্তর পাবার জন্য আপনাকে নিজের বিচার বিবেচনা এবং পবিত্র আত্মার চালনার উপর নির্ভর করতে হবে। আপনি যদি প্রভুর ইচ্ছা পালন করতে চান তবে, পবিত্র আত্মা নিশ্চয়ই আপনাকে উত্তর পেতে সাহায্য করবেন। সম্বন্ধ নির্ণয় করা অর্থাৎ এই প্রশ্ন করা, "সমগ্র বাইবেলের সাথে এর যোগ বা সম্বন্ধ কি?" প্রথম পাঠে আপনি জেনেছেন যে, সমগ্র বাইবেলে একটা মূল একতা আছে। বাইবেলের কোন একটা অংশের সঠিক অর্থ জানবার জন্য আপনাকে বাইবেলের সবটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বাইবেলের বাক্য যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে তার চমৎকার প্রমাণ হোল, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন

সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বসে লিখলেও প্রত্যেকের লেখার মধ্যেই মত বা চিন্তার মিল রয়েছে। সম্বন্ধ নির্ণয়ের ব্যাপারে এই সত্যটি আপনাকে কাজে লাগাতে হবে।

বিশ্বাস আমাদেরকে বলে যে, বাইবেলের সব কিছুর মধ্যেই একটা মিল বা সামঞ্জস্য আছে। এখন বাইবেলের সব কিছুই যদি কোন একটা বিশেষ বিষয় বলে, আর আপনার মনে এমন কোন ধারণা আসে যেটি তার উল্টো কিছু বলে, (যার সাথে বাইবেলের শিক্ষার মিল নেই) তবে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ভুল আছে। তখন আপনার কাজ হোল, সেই বিষয় আবারও চিন্তা করা, অধ্যয়ন করা, এবং ঐ বিষয়টি বুঝবার জন্য বিশেষভাবে পবিত্র আত্মার কাছে সাহায্য চাওয়া। সম্বন্ধ নির্ণয়ের এই ধাপটি বাইবেলের সামগ্রিক চিত্রের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ের মিল দেখাতে চেষ্টা করে। এজন্য এই অংশটির প্রশ্ন হ'লঃ "রোমীয়" পত্রের সাথে "গালাতীয়" পত্রের সম্পর্ক কি? "যাকোবের" পত্রের সাথে 'রোমীয়' ও 'গালাতীয়' পত্র দুটির সম্বন্ধ কি?" ইত্যাদি।

১২। বাম পাশের প্রশ্নগুলির জন্য, ডান পাশ থেকে সঠিক উত্তরগুলি বেছে বের করুন। (আপনি একই উত্তর একবারেরও বেশী ব্যবহার করতে পারেন)।

...ক) কোন্ ধাপটির সাথে মূল্যায়নের যথেষ্ট মিল আছে?

...খ) কোন্ ধাপে বাইবেলের সামগ্রিক চিত্রের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ের মিল দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে?

...গ) কোন্ ধারণা বাইবেলের সামগ্রিক শিক্ষার বিরুদ্ধে গেলে, কোন্ ধাপটি সে বিষয় আবার অধ্যয়ন করতে শিক্ষা দেয়?

...ঘ) কোন্ ধাপটি আমাদের জীবনের সাথে একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতির সম্বন্ধ দেখায়?

১) সম্বন্ধ নির্ণয়
২) সংক্ষেপ করা
৩) প্রয়োগ

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি ঃ

লক্ষ্য—৬ ঃ চার প্রকার তথ্য মূলক প্রশ্নগুলি কি কি, এবং বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলির সাথে সেগুলির সম্পর্ক কি, তা বলতে পারা।

লক্ষ্য—৭ ঃ তিন প্রকার চিন্তামূলক প্রশ্ন কি কি এবং বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলির সাথে সেগুলির সম্পর্ক কি, তা বলতে পারা।

যীশু খুব দক্ষতার সাথে প্রশ্ন ব্যবহার করতেন। মার্ক ৩ অধ্যায়ে আপনি এর উদাহরণ দেখতে পাবেন। কিছু লোক ছিল, যারা যীশুর দোষ ধরবার চেষ্টা করছিল। যে লোকটির হাত শুকিয়ে গিয়েছিল তাকে সুস্থ করবার আগে যীশু এই লোকদের প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, এরা তাঁর কাজ লক্ষ্য করছে, আর সুযোগ খুঁজছে, যেন তাঁকে বিশ্রামবার ভাংবার দোষে দোষী করতে পারে। যীশু প্রশ্ন করেছিলেন, "মোশির আইন কানুন মতে বিশ্রামবারে কাজ করা উচিৎ, না মন্দ কাজ করা উচিৎ? প্রাণ রক্ষা করা উচিৎ, না নষ্ট করা উচিৎ?"

তাঁর প্রশ্নগুলি দুটি কাজ করেছে। প্রথমতঃ দেখিয়ে দিয়েছে যে, আইন যদি বিশ্রামবারে ভাল কাজ করতে নিষেধ করে, তবে তা বিকৃত বা দূষিত। দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রশ্নগুলি একটি সার্বজনীন বা চিরস্থায়ী নীতি দেখিয়ে দিয়েছে। ক্ষতি করবার চাইতে উপকার করা, এবং একজন মানুষের প্রাণ ধ্বংস করবার চাইতে তা রক্ষা করা সব সময়ই ভাল। লোকেরা এতই রাগ হয়েছিল যে, তারা কোন উত্তর দেয়নি। যীশু প্রশ্নগুলি ব্যবহারের দ্বারা তাঁর কাজের পথ পরিষ্কার করলেন।

ভাল প্রশ্নের জন্য ভাল উত্তর প্রয়োজন। "হ্যাঁ" অথবা "না" দিয়ে যে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় সেগুলি জ্ঞান লাভে তেমন সাহায্য করেনা। "মোশির আইন কানুন মতে বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিত, না মন্দ কাজ করা উচিৎ?' -মার্ক ৩ ঃ ৪ পদ। এই প্রশ্নটি লোকদেরকে তাদের ব্যবস্থার শত শত খুঁটি নাটি নিয়ম কানুন মনে করিয়ে দিয়েছিল। তারা অনেক বছর ধরে এই সব

খুটি নাটি নিয়ম-কানুন তৈরী করেছে। এগুলিকে তারা ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম কানুনের মতই দেখতো, কিন্তু আসলে সেগুলি ছিল মানুষের তৈরী। সেগুলি ঈশ্বরের দেওয়া নিয়ম ছিল না। প্রভু যীশুর সামান্য একটা প্রশ্ন সম্পূর্ণ একটা উপদেশের সমান ফল দিয়েছিল।

আপনাকে সাত রকম মৌলিক প্রশ্ন দেখানো হবে। এদের মধ্যে চারটি তথ্যমূলক প্রশ্ন, এবং তিনটি চিন্তামূলক প্রশ্ন। বাইবেল অধ্যয়নের মৌলিক বা প্রধান ধাপগুলির জন্য এই প্রশ্নগুলিই যথেষ্ট। নামগুলি আপনার কাছে নতুন মনে হতে পারে, কিন্তু আপনি আগে যে নীতিগুলি শিখেছেন, সেগুলির সাথে এদের খুব মিল আছে।

এই অংশে আমরা প্রশ্ন করবার বিষয় শিখবো এবং এই প্রশ্নগুলি বাইবেল অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করব। এজন্য আপনার নোট খাতার একটা পৃষ্ঠাকে নীচের চিত্রের মত ভাগ করুন।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি			
কি প্রকার প্রশ্ন	শাস্ত্রাংশ	প্রশ্ন	উত্তর

এর পরে সাতটি অনুশীলনী দেখতে পাবেন। প্রতিটি অনুশীলনীতে এক ধরনের প্রশ্ন বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সেই প্রশ্নের জন্য উদাহরণ হিসাবে একটি শাস্ত্রীয় পদ, ঐ পদের উপর এক বা একাধিক প্রশ্ন, এবং প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। এই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্য নিয়ে আপনি আপনার নোট খাতার কলামগুলি পূরণ করবেন। নিজের উত্তরগুলি আগে লিখুন। তারপর বইয়ের উত্তর দেখুন।

তথ্য মূলক প্রশ্নগুলি হোল, (১) পরিচয় মূলক, (২) উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয়, (৩) সময় সম্বন্ধীয়, (৪) স্থান সম্বন্ধীয়। এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে-কে অথবা কি, কিভাবে, কখন, এবং কোথায়।

(১) পরিচয় মূলক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে কে এবং কি। এগুলি এমন পর্যবেক্ষণের প্রশ্ন, যেগুলির দ্বারা আমরা কিছু তথ্য লাভ করি। শাস্ত্রাংশের উপর নির্ভর করে এই প্রশ্নগুলির রদবদল হতে পারে। যেমন 'কে' প্রশ্নগুলি এইরূপ হতে পারে ঃ "কে বলেছেন ?" "কে শুনেছেন ?" "কার কথা বলা হচ্ছে ?" "এই বিবরণের মধ্যে কে কে পড়ে ?" 'কি' প্রশ্নগুলির বেলায়ও একই কথা। "কি বলা হচ্ছে ?" "কি করা হচ্ছে ?" "লাভ কি হচ্ছে ?" "এর মধ্যে কি কি শর্ত আছে ?"

শাস্ত্রে 'কে' বা 'কি' প্রশ্নগুলি সবসময় পরিচয় মূলক নাও হতে পারে। প্রশ্নগুলি হোল তথ্যলাভের যন্ত্র বা হাতিয়ার। আপনি যখন বিভিন্ন যন্ত্র বা হাতিয়ার নিয়ে কাজ করেন, তখন বিশেষ কাজের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রটিই আপনি ব্যবহার করেন। যেমন ফল বা শব্‌জি কাটার সময় আপনি ছুরি বা বটি ব্যবহার করেন। গাছের বড়

একটা ডাল কাটবার জন্য আপনি অন্য কিছু ব্যবহার করেন। তথ্য-মূলক প্রশ্নগুলিও আপনার যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার। কিন্তু তাই বলে আপনি সব সময় সবগুলি প্রশ্ন ব্যবহার করবেন না। যেমন, শাস্ত্রাংশে কোন জায়গার নাম না থাকলে আপনি হয়তো স্থান-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ব্যবহার করবেন না। যে প্রশ্ন উপযুক্ত হবে, সেই প্রশ্নই আপনি ব্যবহার করবেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে নোট খাতায় ব্যবহারের জন্য আমরা ফিলিপীয় ১ঃ১২-১৪ পদটি নেব। এই শাস্ত্রাংশটি ব্যবহার করবার কারণ এখানে সব রকম প্রশ্নের কিছু না কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

১৩। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন পরিচয় সম্বন্ধীয়-কে? এবং কি? "শাস্ত্রাংশ" কলামে-ফিলিপীয় ১ঃ১২ পদ। "প্রশ্ন" কলামে দুটি প্রশ্ন লিখুনঃ কাদের কাছে লেখা? লেখক তাদের কি জানাতে চান? এখন ফিলিপীয় ১ঃ১২ পদ পড়ুন এবং "উত্তর" কলামে আপনার উত্তরগুলি লিখুন।

(২) উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, কিভাবে?ঃ "কিভাবে এটা পাওয়া গেল?" "কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে?"

১৪। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয়-কিভাবে? "শাস্ত্রাংশ" কলামে প্রত্যেকবার ফিলিপীয় লেখবার দরকার নেই, কারণ কলামের শুরুতে আপনি তা লিখেছেন। অন্য একটি শাস্ত্রাংশ নিয়ে কাজ না করা পর্যন্ত কেবল মাত্র অধ্যায় ও পদ লিখলেই চলবে। তাই কেবল ১ঃ১২-১৪ পদ লিখুন। "প্রশ্ন" কলামে লিখুনঃ কিভাবে (কোন উপায়ে) সুখবর প্রচারের কাজ এগিয়ে গিয়েছিল? এটা কিরূপে জানা যায়? এখন ফিলিপীয় ১ঃ১২, ১৪ পদটি দেখুন ও "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

(৩) সময় সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে কখন?ঃ "এটা কখন ঘটেছে?" এই প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য সব সময় একটা বিশেষ তারিখের দরকার হয় না। অনেক আগে, কিছুকাল আগে, ভবিষ্যতে, নিকট ভবিষ্যতে, অথবা ঘটনাটি অন্য একটা ঘটনার আগে না পরে ঘটেছিল এইটুকু জানাই যথেষ্ট।

১৫। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন-সময় সম্বন্ধীয়-কখন? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন ১ঃ১২-১৪ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুনঃ এটা কখন ঘটেছিল? পদগুলি পড়ুন। এখানে কোন তারিখ নাই, কিন্তু ঘটনাটি অনেক আগে না কিছুকাল আগে ঘটেছে তা বুঝা যায়। "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন, কোন্ কথা থেকে এই উত্তরটি পেলেন তাও লিখুন।

৪। স্থান সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, কোথায়? স্থান বলতে দেশ, শহর বা গ্রাম, কারো বাড়ী এবং পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, ইত্যাদি বুঝাতে পারে।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি

কি প্রকার প্রশ্ন	শাস্ত্রাংশ	প্রশ্ন	উত্তর
পরিচয় সম্বন্ধীয় —কে? —কি?	ফিলিপীয় ১ঃ১২	কাদের কাছে লেখা? লেখক তাদের কি জানাতে চান?	

১৬। আপনার নোট খাতায় "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন, স্থান সম্বন্ধীয়-কোথায়? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন, ১ঃ১৩-১৪ পদ। "প্রশ্ন কলামে লিখুন" এটা কোথায় ঘটেছিল? "যেখানে ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয় "উত্তর" কলামে তা লিখুন। আর কেন তা মনে হয় তাও লিখুন।

চিন্তামূলক প্রশ্নগুলির কাজ হোল তথ্যগুলির প্রকৃত অর্থ খুঁজে বের করা। তথ্যগুলি ঠিক মত বের করবার পরেই আপনি এই এই চিন্তা মূলক প্রশ্নগুলি ব্যবহার করবেন। প্রশ্নগুলি তিন প্রকারঃ সুস্পষ্ট বক্তব্য-যা কথাগুলির প্রকৃত পরিচয় বহন করে। (২) যুক্তি-মূলক বক্তব্য যা কথাগুলির যুক্তি বা কারণের বিষয় লক্ষ্য করে অর্থাৎ বিষয়টি কেন হোল, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে। (৩) ইংগিত

বহনকারী বক্তব্য-যা, যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার পিছনে আরো কি কথা আছে, তার বিষয় লক্ষ্য করে ও তার সংগে আমাদের জীবনের ও সমগ্র বাইবেলের সম্পর্কের বিষয় সুচীত করে। আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে,এই প্রশ্নগুলি আসলে বাইবেল অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলিরই অংশ।

(১) সুস্পষ্ট প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, "এর মানে কি" কি বলা হয়েছে তা আপনি দেখছেন, এর পরের প্রশ্নটি হোল কি বলা হয়েছে তাতো আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ কি? সুস্পষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হলে সাধারণত কথাগুলির ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। শব্দ, নাম, কোন উক্তি, ব্যাকরণ বা সাহিত্যের ধরণ, অথবা লেখার সুর বা পারিপার্শিক অবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা চলে।

১৭। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন, সুস্পষ্ট বক্তব্য-অর্থ? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন, ১ঃ১৩ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন, রাজবাড়ীর সৈন্যদল কথাটির মানে কি? এখন ১৩ পদ পড়ুন এবং এর মানে কি হতে পারে চিন্তা করুন। "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

(২) যুক্তিমূলক বক্তব্যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে, কেন? "কেন এই কথা বলা হোল?" আর "একথা কেন এখানে বলা হোল?" আপনি বিষয়টির মানে জানতে পেরেছেন, কিন্তু এটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কেন? এই বিবরনের মধ্যে এর স্থান কোথায়? এর সঠিক উত্তর বের করবার জন্য আপনাকে আরো বেশী পড়তে হবে, যেমন সম্পূর্ণ অধ্যায়, অথবা সম্পূর্ণ বইটি আপনাকে পড়তে হবে।

১৮। আপনার নোট খাতার "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন-যুক্তি মূলক বক্তব্য-কারণ, কেন? শাস্ত্রাংশ কলামে লিখুন ১ঃ১২-১৪ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন, প্রেরিত পৌল তাদের একথা বলছেন কেন? ১২-১৪ পদ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখবেন। হুবহু একই উত্তর হওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে তাদের মধ্যে মিল থাকবে।

(৩) ইংগিত বহনকারী প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে "এর ভাবার্থ কি অথবা এটা কি ইংগিত দেয়?" এর পেছনে একটা নীতি আছে, যা আমাদের জানা দরকার? এটি কি আমরা আমাদের জীবনের কোন বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করতে পারি? লক্ষ্য করুন, এখানেও প্রশ্নগুলি-মূল্যায়নকরা, প্রয়োগ করা, ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা-বাইবেল অধ্যয়নের এই প্রধান ধাপগুলির সাথে সম্বন্ধযুক্ত। ইংগিত বহনকারী বিষয়গুলি শাস্ত্রাংশে সরাসরি বলা হয়না, কিন্তু যা বলা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এটি বুঝতে পারা যায়।

১৯। আপনার নোট খাতায় "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন-ইংগিত বহনকারী-এটা কিসের ইংগিত দেয় বা এর ভাবার্থ কি? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন ১ঃ ১২-১৪ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন-এই শাস্ত্রীয় পদগুলি থেকে কোন্ দুটি ইংগিত পাওয়া যেতে পারে? পদগুলি নিয়ে চিন্তা করুন। এই পদগুলি থেকে যে দুটি ইংগিত বা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়, সেগুলি চিন্তা করুন। "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

২০। বা পাশের প্রশ্নগুলি কি প্রকার প্রশ্ন (ডান পাশে দেওয়া আছে) তা, দেখান।

...ক) কিভাবে এটা হয়েছে?	১) পরিচয় মূলক
...খ) কেন একথা বলা হয়েছে?	২) উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয়
...গ) এর পেছনে কি কোন নীতি আছে?	৩) সময় সম্বন্ধীয়
...ঘ) কার কথা এখানে বলা হয়েছে?	৪) স্থান সম্বন্ধীয়
...ঙ) এর মানে কি?	৫) সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধীয়
...চ) কখন এটা ঘটেছিল?	৬) যুক্তি মূলক
...ছ) কোথায় এটা ঘটেছিল?	৭) ইংগিত বহনকারী

পরীক্ষা—২

১। সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রথম যোগ্যতাটি কি?

ক) জ্ঞান

খ) আত্মিক অভিজ্ঞতা

গ) তীক্ষ্ম বুদ্ধি

২। সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কোন দুই রকম ব্যক্তিগত প্রস্তুতি প্রয়োজন?

খ) ৬) যুক্তি মূলক

গ) ৭) ইংগিত বহনকারী

ঘ) ১) পরিচয় মূলক

ঙ) ৫) সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধীয়।

চ) ৩) সময় সম্বন্ধীয়

ছ) ৪) স্থান সম্বন্ধীয়

২। গ) পবিত্র আত্মা আছে।

১২। ক) ৩) প্রয়োগ

খ) ১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

গ) ১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

ঘ) ৩) প্রয়োগ।

৩। নীচের যে কোন পাঁচটি।

গভীর, পবিত্র আত্মার রব সম্বন্ধে সজাগ থাকা, কোমলতা, নম্রতা, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, পাপ স্বীকার, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা।

১৩। তার বিশ্বাসী ভাইদের কাছে, তিনি তাদের জানাতে চেয়েছেন যে, তার উপর যা কিছু ঘটেছে তাতে সুখবর প্রচারে সাহায্য হয়েছে।

৪। ক) আত্মিক ভাবের চাইতে মনের ভাব-ই বেশী।

১৪। পৌলের জেলে আটক থাকবার মধ্য দিয়ে।

সুখবর প্রচারে ভাইদের সাহস আরো বেড়ে যাওয়া থেকে এটা জানা যায়।

৫। গ) খুব সাধারণ কয়েকটি জিনিষ।

১৫। কিছুকাল আগে। কারণ পৌল এখানে "যা ঘটেছে" বলেছেন, তার একটি হোল তার জেলে আটক থাকা। আর এই চিঠি লিখবার সময়ও তিনি জেলে আটক ছিলেন।

৬। ক) শৃংখলার সাথে অধ্যয়ন করা।

খ) যে অধ্যয়ন আপনার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

ঙ) অধ্যয়নের এমন একটা পদ্ধতি যা ধাপে ধাপে একটা লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

(৩) ইংগিত বহনকারী প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে "এর ভাবার্থ কি অথবা এটা কি ইংগিত দেয়?" এর পেছনে একটা নীতি আছে, যা আমাদের জানা দরকার? এটি কি আমরা আমাদের জীবনের কোন বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করতে পারি? লক্ষ্য করুন, এখানেও প্রশ্নগুলি-মূল্যায়নকরা, প্রয়োগ করা, ও সম্বন্ধ নির্ণয় করা-বাইবেল অধ্যয়নের এই প্রধান ধাপগুলির সাথে সম্বন্ধযুক্ত। ইংগিত বহনকারী বিষয়গুলি শাস্ত্রাংশে সরাসরি বলা হয়না, কিন্তু যা বলা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এটি বুঝতে পারা যায়।

১৯। আপনার নোট খাতায় "কি প্রকার প্রশ্ন" কলামে লিখুন-ইংগিত বহনকারী-এটা কিসের ইংগিত দেয় বা এর ভাবার্থ কি? "শাস্ত্রাংশ" কলামে লিখুন ১ঃ ১২-১৪ পদ। "প্রশ্ন" কলামে লিখুন-এই শাস্ত্রীয় পদগুলি থেকে কোন্ দুটি ইংগিত পাওয়া যেতে পারে? পদগুলি নিয়ে চিন্তা করুন। এই পদগুলি থেকে যে দুটি ইংগিত বা সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়, সেগুলি চিন্তা করুন। "উত্তর" কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

২০। বা পাশের প্রশ্নগুলি কি প্রকার প্রশ্ন (ডান পাশে দেওয়া আছে) তা, দেখান।

...ক) কিভাবে এটা হয়েছে?	১) পরিচয় মূলক
...খ) কেন একথা বলা হয়েছে?	২) উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধীয়
...গ) এর পেছনে কি কোন নীতি আছে?	৩) সময় সম্বন্ধীয়
...ঘ) কার কথা এখানে বলা হয়েছে?	৪) স্থান সম্বন্ধীয়
...ঙ) এর মানে কি?	৫) সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধীয়
...চ) কখন এটা ঘটেছিল?	৬) যুক্তি মূলক
...ছ) কোথায় এটা ঘটেছিল?	৭) ইংগিত বহনকারী

পরীক্ষা—২

১। সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য প্রথম যোগ্যতাটি কি?

ক) জ্ঞান

খ) আত্মিক অভিজ্ঞতা

গ) তীক্ষ্ম বুদ্ধি

২। সুফলদায়ক বাইবেল অধ্যয়নের জন্য কোন দুই রকম ব্যক্তিগত প্রস্তুতি প্রয়োজন?

খ) ৬) যুক্তি মূলক

গ) ৭) ইংগিত বহনকারী

ঘ) ১) পরিচয় মূলক

ঙ) ৫) সুস্পষ্ট বক্তব্য সম্বন্ধীয়।

চ) ৩) সময় সম্বন্ধীয়

ছ) ৪) স্থান সম্বন্ধীয়

২। গ) পবিত্র আত্মা আছে।

১২। ক) ৩) প্রয়োগ

খ) ১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

গ) ১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

ঘ) ৩) প্রয়োগ।

৩। নীচের যে কোন পাঁচটি।

গভীর, পবিত্র আত্মার রর্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকা, কোমলতা, নম্রতা, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, পাপ স্বীকার, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা।

১৩। তার বিশ্বাসী ভাইদের কাছে, তিনি তাদের জানাতে চেয়েছেন যে, তার উপর যা কিছু ঘটেছে তাতে সুখবর প্রচারে সাহায্য হয়েছে।

৪। ক) আত্মিক ভাবের চাইতে মনের ভাব-ই বেশী।

১৪। পৌলের জেলে আটক থাকবার মধ্য দিয়ে।

সুখবর প্রচারে ভাইদের সাহস আরো বেড়ে যাওয়া থেকে এটা জানা যায়।

৫। গ) খুব সাধারণ কয়েকটি জিনিষ।

১৫। কিছুকাল আগে। কারণ পৌল এখানে "যা ঘটেছে" বলেছেন, তার একটি হোল তার জেলে আটক থাকা। আর এই চিঠি লিখবার সময়ও তিনি জেলে আটক ছিলেন।

৬। ক) শৃংখলার সাথে অধ্যয়ন করা।

খ) যে অধ্যয়ন আপনার প্রচেষ্টাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

ঙ) অধ্যয়নের এমন একটা পদ্ধতি যা ধাপে ধাপে একটা লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

১৬। রোমের জেল খানায়। পৌলের জেলে বন্দী থাকবার কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। রোমেই যে এটা ঘটেছিল, এরূপ মনে হওয়ার কারণ, এখানে রাজ বাড়ীর সৈন্যদলের কথা বলা হয়েছে। (৪ ঃ ২২ পদ থেকে এর সত্যতার প্রমাণ হয়)।

৭। পর্যবেক্ষণ, অর্থ-ব্যাখ্যা, সারমর্ম প্রস্তুত করা, মূল্যায়ন, প্রয়োগ, সম্বন্ধ নির্ণয়।

১৭। পৌল বলেছেন যে, তিনি জেল খানায় বন্দী। জেলখানা দেখা-শুনার জন্য সৈন্য দরকার। এই সৈন্যরা আবার রাজ-প্রাসাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে যুক্ত, তাই তারা রাজ-প্রাসাদে পৌলের বন্দী থাকবার কথা জানতো।

৮। ক) ৩) পর্যবেক্ষণের।
খ) ৪) প্রয়োজনীয় তথ্য বা খবর।
গ) ২) অর্থব্যাখ্যার কাজ।

১৮। যেন সুখবর প্রচারের কাজ কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তা জেনে তারা উৎসাহ পায়। জেল খানায় প্রেরিত পৌলের সাক্ষ্য সেখানকার বিশ্বাসীদের উৎসাহ দিচ্ছে জেনে তারা যেন আনন্দ করে।

৯। খ) লেখক কি বুঝিয়েছেন তা জানা।

১৯। পৌল বন্দী অবস্থায় জেলখানায় রক্ষীসৈন্যদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। যে কোন অবস্থায়ই খ্রীষ্টের গৌরব করা যায়। নানা প্রকার কঠিন অবস্থার মধ্যেও খ্রীষ্টের সুখবর প্রচারের কাজ এগিয়ে নেওয়া যায়। প্রেরিত পৌলের বন্দী হওয়া আসলে ঐ সময়ে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ছিল (অন্যান্য অর্থও পাওয়া যেতে পারে, তবে এগুলিই সহজে নজরে পড়ে)।